আর্থিক সাক্ষরতা সংক্রান্ত গাইডবুক

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

গ্রামীণ যোজনা এবং ঋণ বিভাগ

কেন্দ্রীয় কার্যালয়, মুম্বাই

জানুয়ারী ২০১৩

প্রশিক্ষক/ট্রেনারদের গাইডবুক
(আর্থিক সাক্ষরতা ক্যাম্পে ব্যবহারের জন্য)

৬ই জুন ২০১২ তারিখের ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সার্কুলার নং আরপিসিডি.এফএলসি. নং ১২৪৫২/১২.০১.০১৮/২০১১-১২-এর নির্দেশাবলী অনুসারে প্রচারিত

উপরোক্ত নির্দেশাবলি অনুযায়ী প্রতি মাসে সারা দেশের সমস্ত আর্থিক সাক্ষরতা কেন্দ্র এবং ব্যাঙ্কগুলির সমস্ত গ্রামীণ শাখা কর্তৃক আয়োজিত আর্থিক সাক্ষরতা ক্যাম্পে ব্যবহারের জন্য এই পুস্তিকায় বর্ণিত বিষয়সূচির প্রস্তুতকর্তা- ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, গ্রামীণ যোজনা এবং ঋণ বিভাগ, কেন্দ্রীয় কার্যালয়, মুম্বাই। এই নির্দেশিকা www.rbi.org.in -ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে।

সুষমা ভিজ এবং গীতা নায়ার কর্তৃক লিখিত
অলংকরণঃ আর এন রাহাটে
ভারতীয় রির্জাভ ব্যাংক, কলকাতা দ্বারা পরীক্ষিত বাংলা অনুবাদ

প্রথম সংস্করণ - জানুয়ারী ২০১৩

প্রকাশক ঃ
ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক
গ্রামীণ যোজনা এবং ঋণ বিভাগ
১০ম তল, কেন্দ্রীয় কার্যালয় ভবন
শহীদ ভগৎ সিং মার্গ
ফোর্ট, মুম্বাই - ৪০০ ০০১

গ্রন্থস্বত্ব ঃ
প্রতিলিপি প্রকাশের অনুমোদনে মূল স্বীকারের সৌজন্য বাধ্যতামূলক

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এ্যাকশন ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান স্কুল অফ মাইক্রোফাইনান্স ফর উইমেন (আইএসএমডব্লু), পরিণাম ফাউন্ডেশন এবং সঞ্চয়ন সোসাইটি ইত্যাদি বিভিন্ন উৎস থেকে নেওয়া বিষয়বস্তুর জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই।

মুখবন্ধ / ভূমিকা

আর্থিক সাক্ষরতা আর্থিক পণ্য ও পরিষেবার চাহিদা তৈরি করে যার ফলে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের গতিও বৃদ্ধি পায় কারণ সাধারণ মানুষ তখন ব্যাঙ্কগুলির দেওয়া ব্যাঙ্কিং পরিষেবা ও প্রকল্পগুলির প্রয়োজনীয়তা ও সুবিধা বুঝতে শেখেন। সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষেরই কোন না কোন ভাবে আর্থিক সাক্ষরতার প্রয়োজন আছে। তবুও যেহেতু আমাদের সমাজে একটি বিশাল অংশ আর্থিক সুযোগ সুবিধালাভ ক্ষেত্রের বাইরেই থেকে গেছে, সেহেতু এই মুহূর্তে আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য হওয়া উচিত সেই সব মানুষ যাঁরা ব্যক্তিগত টাকা পয়সা সামলানোর ব্যাপারে বেশ অজ্ঞ বলে সব সময়ই টাকা পয়সা সংক্রান্ত ব্যাপারে একটা চাপের মধ্যে থাকেন। ব্যাঙ্কের বাইরে আয়োজিত কিছু অনুষ্ঠান/কর্মশালার ব্যাপারে সুদূর গ্রামে গিয়ে আমি দেখেছি যে আর্থিক সাক্ষরতার কাজে সব চেয়ে বড় বাধা হল উদ্দিষ্ট জনসাধারণের কাছে উন্নত ও সঠিক মানের পাঠক্রম সহজলভ্য না হওয়া। ভিন্ন ভিন্ন উৎস থেকে যে সমস্ত তথ্য উদ্দিষ্ট মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছে তাদের মধ্যে একটা সুসঙ্গতি আনার জন্য এই নির্দেশিকা (গাইড) তৈরী করা হয়েছে, যাতে আহরিত তথ্যাবলি সুনির্দিষ্ট ও কাজে লাগানোর উপযুক্ত হয়। আমি নিশ্চিত যে এতে করে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার প্রতি বিশাল চাহিদা সৃষ্টি হবে। ব্যাঙ্কগুলির গ্রামীণ শাখার ম্যানেজার এবং লিড ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজাররা তাঁদের মাসিক আর্থিক সাক্ষরতা ক্যাম্পে ব্যবহার করবেন, সেই উদ্দেশ্যে এই নির্দেশিকা (গাইড) রচনা করা হয়েছে। প্রয়োজন মত শুধরে নিয়ে শহরাঞ্চলে ব্যাঙ্কিং আওতার বাইরে থাকা বিভিন্ন স্তরের মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার জন্যও এই নির্দেশিকা (গাইড) ব্যবহার করা যাবে। আর্থিক সাক্ষরতার কাজকর্ম চালানোর পাশাপাশি ব্যাঙ্কগুলিকে নিজেদের কাজকর্ম এমন উন্নত করে তুলতে হবে যাতে ব্যাঙ্কের গ্রাহকরা একটা সহজ ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ পায় ও ব্যাঙ্কিং পরিষেবা তাদের কাছে সুলভ হয়। এটাই সময় - আমাদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির মডেলটিকে স্থায়িত্ব, ক্রমোন্নতি ও বানিজ্য সফলতার এমন এক স্তরে উন্নীত করার, যাতে তা ব্যাঙ্কগুলিকে লাভজনক ব্যবসা করবার সুযোগ দেওয়ার সাথে সাথে সাধারণ মানুষের দারিদ্র থেকে আর্থিক ক্ষমতায়নে উত্তরণও সুনিশ্চিত করে।

কে. সি. চক্রবর্তী
ডেপুটি গভর্নর

বিষয়সূচী

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠাসংখ্যা
১.	প্রশিক্ষকদের জন্য নির্দেশক নোট	I - ii
২.	আর্থিক সাক্ষরতা ক্যাম্প সঞ্চালন - পরিচালনা সংক্রান্ত নির্দেশিকা	iii - v
৩.	নিজের টাকা কড়ি সামলান	1 - 6
৪.	সঞ্চয় বা জমা	7 - 9
৫.	ব্যাঙ্কে টাকা রাখা	10 - 16
৬.	ধার নেওয়া	17 - 18
৭.	ব্যাঙ্ক থেকে ধার নেওয়া	19 - 22

অর্থ বিষয়ক/আর্থিক শিক্ষা/সাক্ষরতা - প্রশিক্ষকদের প্রণিধানের জন্য নির্দেশিকা

১. আর্থিক সাক্ষরতা ক্যাম্প চালানের উদ্দেশ্য হ'ল সাধারণ মানুষকে অর্থব্যবস্থায় সামিল হওয়ার সুযোগ দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি উপায়ে - অর্থ বিষয়ক জ্ঞান/শিক্ষা ও সুলভ সুযোগ। ক্যাম্পগুলির লক্ষ্য হওয়া উচিত এমন শিক্ষা/জ্ঞান দেওয়া যাতে তাঁরা টাকা কড়ির ব্যাপারে পরিকল্পনা করে চলতে পারেন, সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে ওঠে এবং বাজার চলতি আর্থিক প্রকল্প ও পরিষেবাগুলি ভালোভাবে বুঝতে শেখেন যার ফলে তাঁরা সেগুলিকে সঠিকভাবে নিজের প্রয়োজনে লাগাতে শেখেন। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিভিন্ন প্রয়োজনের ব্যাপারে আর্থিক সাক্ষরতা তাঁদের আগাম পরিকল্পনা করতে সাহায্য করবে আর আপৎকালীন প্রয়োজনে যাতে ধার দেনায় না পড়তে হয় সেটাও নিশ্চিত করবে। সাধারণ মানুষ তখন টাকা কড়িকে নিজের সুবিধে মত ব্যবহার করতে শিখবেন এবং ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পড়বেন না। সচেতনতা গড়ে তোলার মাধ্যমে যে জ্ঞান তাঁরা অর্জন করলেন তা দিয়ে যাতে নিয়মিত ব্যাঙ্কিং-এর অভ্যাস গড়ে ওঠে সে জন্য আর্থিক সাক্ষরতা বিষয়ে জ্ঞান দেওয়ার পাশাপাশি আর্থিক পরিষেবাগুলিও সুলভে তাঁদের নাগালে পৌঁছে দিতে হবে যাতে আহরিত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে তাঁরা অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে নিজেরাই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হন। ব্যাঙ্কিং পরিষেবাগুলি প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করে তাঁদের আর্থিক নিরাপত্তা আরও বাড়বে, এটাও আর্থিক শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত।

২. আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং অর্থ সংক্রান্ত শিক্ষা প্রসারের কাজে আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী হিসেবে ব্যাঙ্কেরও একটি নিজস্ব লাভ আছে, তা হল এর মাধ্যমে ব্যাঙ্কগুলির সম্ভাব্য নতুন ব্যবসার সুযোগ। ছোট গ্রাহকরাই এমন ব্যবসার চাবিকাঠি এবং সে জন্য ব্যাঙ্কগুলির উচিত পিরামিডের নিচের তলার মানুষের মধ্যে যে ব্যবসার সুযোগ/সম্ভাবনা আছে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার। সেই কারণেই আর্থিক সাক্ষরতার প্রচেষ্টাকে ব্যাঙ্কগুলির দেখা উচিত ভবিষ্যত বিনিয়োগ হিসেবে। একাউন্টগুলিতে যাতে লেনদেন নিয়মিত চালু থাকে সে জন্য ব্যাঙ্কগুলির উচিত ব্যাঙ্কিং পরিষেবার একাধিক সুবিধে এক সঙ্গে দেওয়া, যেমন, ছোট খাটো ওভারড্রাফট, বিভিন্ন ধরনের রেকারিং ডিপোজিটের সুবিধা, কিষান ক্রেডিট কার্ড, সহজে টাকা পাঠানো, ইত্যাদি। সাধারণ মানুষকে এই সব একাউন্টে লেনদেন করার জন্য প্রোৎসাহিত করতে হবে, যাতে করে এই সব একাউন্ট সারা বছর ধরে চালু রাখার খরচটা অন্তত ব্যাঙ্কের হাতে উঠে আসে আর ব্যাঙ্কের কাছে এটা একটা চালু ও লাভজনক ব্যবসা হিসেবে পরিগণিত হয়। কারণ ব্যাঙ্কগুলির উচিত (স্থানীয় মহাজনদের মত শোষণমূলক উঁচু সুদে না হলেও) বাজার চলতি হারে ঋণ দেওয়া অথচ সুদের হার এমনও হওয়া উচিত নয় যে তাতে ভর্তুকি লাগবে।

৩. ব্যাঙ্কের বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিষেবা সম্বন্ধে জ্ঞান ও সচেতনতা তৈরি ও সেই সব প্রকল্প ও পরিষেবা সাধারণ মানুষের নাগালে পৌঁছে দেওয়াই হল এই সমস্ত একাউন্ট হাতে আনার প্রথম ধাপ। আর্থিক সাক্ষরতা নির্দেশিকার লক্ষ্য হল সচেতনতা তৈরি এবং টাকা কড়ি সামলানো, সঞ্চয়ের গুরুত্ব, ব্যাঙ্কে টাকা রাখার

সুবিধা, ব্যাঙ্কের দেওয়া অন্যান্যসুযোগ সুবিধা আর ব্যাঙ্ক থেকে লোন নেওয়ার সুবিধা, ইত্যাদি সম্পর্কে জনসাধারণকে সহজ শিক্ষায় অবহিত করে তোলা। এই নির্দেশিকা হল আর্থিক সাক্ষরতা এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের প্রশিক্ষকদের জন্য একটি চটজলদি গাইডবুক। মাসিক আর্থিক সাক্ষরতা ক্যাম্পগুলিতে প্রামাণ্য (স্ট্যান্ডার্ড) বই হিসাবে এটিকে অর্থ-ব্যবস্থার বাইরে থাকা জনসাধারণকে শিক্ষাদানের কাজে ব্যবহার করা উচিত। ব্যাঙ্কিং পরিষেবা আওতার বাইরের মানুষকে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার ভেতরে আনার লক্ষ্যে, সাক্ষরতা কর্মসূচি চালানোর কৌশল হল ক্যাম্প চলাকালীনই ব্যাঙ্ক একাউন্ট খুলিয়ে নেওয়ার এবং তার পর সেই সব একাউন্ট যাতে চালু থাকে তার জন্য নিয়মিত নজরদারি করা। এছাড়া একাউন্টগুলি খুঁটিয়ে পর্যালোচনা করে দেখলে বোঝা যাবে ঠিক কী কী কারণে এই সব একাউন্টে নিয়মিত লেনদেন বাধাপ্রাপ্ত হয়। সেই সমস্ত সমস্যার মোকাবিলা করে খুব তাড়াতাড়ি সেগুলো দূর করার উপায়ও নির্ধারিত কৌশল ও পরিকল্পনার মধ্যে রাখতে হবে। এছাড়া, আর্থিক সাক্ষরতা অনুষ্ঠান/কর্মসূচী আয়োজনের সময়ে স্থানীয় সরকারী কর্মী/অফিসার এবং গ্রামের অন্যান্য বিশিষ্ট মানুষদের সঙ্গে রাখাটাও বিশেষ জরুরি। আর্থিক সাক্ষরতার ক্ষেত্রে কাজ করার বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে এমন বেসরকারি সংস্থা (NGO)-দেরও এ ব্যাপারে যুক্ত করা যেতে পারে।

মোদ্দা কথা, আর্থিক সুবিধা বঞ্চিত জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলার কাজে প্রামাণ্য (স্ট্যান্ডার্ড) পাঠ্য হিসেবে মাসিক সাক্ষরতা ক্যাম্পে এই গাইডবুকে নিবেশিত বিষয়ের উপযুক্ত ব্যবহার কাম্য।

আর্থিক সাক্ষরতা-
ক্যাম্প চালাবেন কী ভাবে

সমস্ত আর্থিক সাক্ষরতা কেন্দ্রকে এবং ব্যাঙ্কের গ্রামীণ শাখাগুলিকে যে সব জায়গায় আর্থিক সাক্ষরতা ক্যাম্প করা হবে সেই সব জায়গার একটা বার্ষিক ক্যালেন্ডার তৈরী করতে হবে। প্রত্যেক স্থানে, কর্মসূচি পরিচালনা করা হবে তিনটি স্তরে তিন মাস সময় ধরে, তিনটি কমপক্ষে দু ঘন্টার সেশনে। তাছাড়া সময়মত কার্ড বিলি করা নিশ্চিত করার জন্য আরও একবার পরিদর্শন করতে হবে। কর্মসূচি পরিচালনা করার জন্য উপযুক্ত ভবন অথবা উন্মুক্ত স্থান আগাম চিহ্নিত করতে হবে। স্থানীয় চাহিদা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যাঙ্কগুলি কর্মসূচীর সামান্য রদবদল করে নিতে পারেন। তবে যাই হোক না কেন, বেশিরভাগ লোককে যাতে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে আসা যায় সেটাই হবে ক্যাম্প আয়োজন করার নিহিত লক্ষ্য।

প্রথম সেশন

- প্রথম সেশন প্রধানত আর্থিক ধ্যান-ধারনা, ব্যক্তিগত অর্থসম্পদ এবং অর্থ পরিচালনা সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা তৈরির ওপর জোর দেবে। এই উদ্দেশ্যে, ব্যাঙ্ক গ্রামের লোকদের জন্য একটি ক্যাম্প সংগঠিত করবে। ক্যাম্পের দিনক্ষণ সম্বন্ধে গ্রামে আগাম প্রচার চালাতে হবে যাতে বেশি সংখ্যায় গ্রামের মানুষের উপস্থিতি নিশ্চিত করা যায়।
- ক্যাম্পের কাজ শুরুর গোড়াতেই ওই অঞ্চলের গণ্যমান্য লোকেদের, যেমন গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান, স্কুলের শিক্ষক অথবা গ্রামের মানুষের সঙ্গে ভাল যোগাযোগ আছে এমন কোনও ব্যক্তি, এঁদের যুক্ত করতে হবে। ক্যাম্পের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি রাখতে হবে। অংশগ্রহনকারীরা পৌঁছনর আগেই চার্ট ইত্যাদি জায়গামত রাখা দরকার।
- নাম, বয়স, পেশা ইত্যাদি বিশদে জানিয়ে অংশগ্রহনকারীদের একটি তালিকা তৈরি করতে হবে।
- আলোচ্য বিষয়গুলি হবে আর্থিক যোজনা, আয়-ব্যয়ের হিসেব রাখা, সঞ্চয় করা, কেমন করে আর্থিক দিনপঞ্জি রক্ষা করতে হবে, ব্যাঙ্কে সঞ্চয় করার সুবিধা, বিজনেস করেস্পন্ডেন্টের ধারণা, প্রাতিষ্ঠানিক বা অ-প্রাতিষ্ঠানিক সূত্র থেকে ঋণ নেওয়া, ঋণের উদ্দেশ্য এবং খরচ, ঋণের বিভিন্ন ধরন ইত্যাদি নির্দেশিকায় যেরকম দেওয়া আছে।
- অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে একটি করে আর্থিক দিনপঞ্জি (ডায়েরি) বিতরণ করুন। বুঝিয়ে বলুন কীভাবে আয়-ব্যয়ের আগাম হিসেব করার জন্য এবং সময়ে সময়ে খরচ খরচা লিখে রাখার জন্য আর্থিক ডায়েরি ব্যবহার করতে হয়। ডায়েরি রাখার সুবিধার কথা বারেবারে বলুন। ওঁদের বলুন বাড়িতে এক মাসের জন্য তাঁদের নিজেদের বাজেট তৈরি করতে এবং আয় এবং ব্যয় লেখার জন্য ডায়েরি ব্যবহার করতে। পরবর্তী সেশনে যখন তিনি আসবেন তখন ডায়েরিটি সঙ্গে আনতে যেন ভুলে না যান।

- প্রথম সেশনের শেষ দিনে, দ্বিতীয় সেশনের জন্য ধার্য দিন ঘোষণা করুন এবং গ্রামবাসীদের জানান যে দ্বিতীয় সেশনের সময় বিজনেস করেসপন্ডেন্টের (বি সি) সঙ্গে পরিচয় করানো হবে। বিসি-র মাধ্যমে একাউন্ট খোলা হবে তা গ্রামবাসীদের জানান। গ্রামবাসীদের সুনির্দিষ্টভাবে জানান যে এ্যাকাউন্ট খোলার জন্য কী কী কাগজপত্র প্রয়োজন এবং পরবর্তী সেশনে অবশ্যই তাঁদের এই সব কাগজপত্র আনতে বলতে হবে। পরিস্কার ভাবে তাদের বোঝাতে হবে যে দ্বিতীয় সেশনে সমস্ত অংশগ্রহণকারীরা যেন হাজির থাকেন।
- গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত প্রধানের ভবনে অথবা স্কুল-এর মত সুবিধাজনক জায়গায় সব চার্ট লাগিয়ে রাখুন, যাতে সেগুলি সব সময় লোকেরা পড়তে পারে।

দ্বিতীয় সেশন (প্রথম সেশনের দু সপ্তাহ পর)

- হাজিরা নিন। অংশগ্রহণকারীরা কেউ কোন কারণে অনুপস্থিত থাকলে তা খুঁজে বার করুন। গ্রামবাসীদের সঙ্গে বিজনেস করেসপন্ডেন্টকে (বি সি) পরিচিত করান এবং বিশদে বোঝান ব্যাঙ্কের সঙ্গে বিসির সম্পর্ক কী, বিসির মাধ্যমে কাজকর্ম চালানোর কী সুবিধা, বিসির মাধ্যমে পাওয়া যায় কী কী ধরনের সঞ্চয় ও ঋণের সুবিধা এবং আরও অন্যান্য পরিষেবা কী কী পাওয়া যাবে।
- অংশগ্রহণকারীদের কাছে আইসিটি (তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি) পদ্ধতি কীভাবে কাজ করে তা প্রদর্শন করুন এবং বুঝিয়ে বলুন কীভাবে এর প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য কাজ করে, যেমন যখন টাকা পয়সা জমা বা তোলা হয় এটি কীভাবে কাজ করে।
- আর্থিক দিনপঞ্জি পরীক্ষা করুন। খুঁজে দেখুন আর্থিক দিনপঞ্জি লিখতে তাঁদের কোনও অসুবিধা হচ্ছে কিনা। যদি প্রয়োজন হয় তাঁদের ঠিক করে নিতে শেখান। তাঁদের বলুন প্রতি মাসে নিয়মিত এটি লিখতে।
- এ্যাকাউন্টের বৈশিষ্ট্যগুলি, যেমন, এক মাসের মধ্যে যতবার জমা বা তোলা যায় তার সংখ্যা, জমা বা তোলা-র সীমা (যদি থাকে), প্রযোজ্য চার্জ (মাশুল), এ্যাকাউন্টে সরাসরি সামাজিক সুবিধাগুলি, জমা হওয়ার পদ্ধতি, এ্যাকাউন্টের মাধ্যমে অর্থ প্রেরণ/প্রাপ্তি-র বিভিন্ন ধরন, এসবের ব্যাখ্যা করুন।
- এবার, এ্যাকাউন্ট খোলার জন্য নামের লিস্ট করা শুরু করে দিন। নামের লিস্ট করা শেষ হলে কবে নাগাদ এ্যাকাউন্ট খোলা হয়ে যাবে এবং তাঁরা এ্যাকাউন্টে লেনদেন করার জন্য কার্ড পাবেন, তা জানান। তাঁদের বলুন যে কার্ড পাওয়া মাত্রই তাঁরা যেন অবশ্যই দৈনন্দিন প্রয়োজনে এ্যাকাউন্টটি ব্যবহার করতে শুরু করেন।

- দ্বিতীয় সেশনের পনেরো দিন পর, শাখা আধিকারিকগণ গ্রাম পরিদর্শনে আসবেন গ্রামবাসীদের মধ্যে কার্ড বিলি হয়েছে কিনা তা দেখতে। তাঁরা আরও দেখবেন যে বিসি কাজ শুরু করে দিয়েছে কিনা এবং গ্রামের মানুষরা লেনদেন করতে পারছেন কিনা।

তৃতীয় সেশন (দ্বিতীয় সেশনের ২ মাস পর)

- যাঁরা আগের সেশনে এ্যাকাউন্ট খোলার জন্য তালিকাভুক্ত (লিস্টেড) হয়েছেন সেইসব গ্রামবাসীদের নিয়ে সভা করুন। গ্রামবাসী এবং বিসিদের সঙ্গে কথা বলুন।
- এ্যাকাউন্ট পরিচালনা করতে অথবা আইসিটি ভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহার করতে গিয়ে তাঁরা কোনও অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন কিনা জিজ্ঞাসা করুন এবং সেই সব অসুবিধা দূর করা অথবা পদ্ধতির উন্নতির ব্যাপারে কোনও মতামত থাকলে তা জানতে চান।
- এ্যাকাউন্ট ব্যবহারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে এমন কোনও বিষয় আছে কিনা খুঁজে বার করতে এ্যাকাউন্ট ব্যবহার প্রণালীর পর্যালোচনা করুন।

পরবর্তীকালে, নিয়মিত রিপোর্টিং-এর মাধ্যমে এই এ্যাকাউন্টগুলিতে কেমন লেনদেন হচ্ছে তার উপর নজর রাখুন।

❖❖❖

নিজের টাকা পয়সা নিজেই সামলান

আয় কাকে বলে ?

বেতন, মজুরি, কৃষি অথবা ব্যবসা ইত্যাদি বিভিন্ন উৎস থেকে উপার্জিত অর্থই হল আমাদের আয়।

আয় (টাকার উৎস)	পরিমাণ (টাকা)
বেতন বা মজুরি	২০০০
কৃষি/ব্যবসা থেকে উপার্জন	৩০০০
মোট আয়	৫০০০

ব্যয় কাকে বলে ?

বিভিন্ন জিনিসের ওপর আমরা যে টাকা খরচ করি সেটাই হল আমাদের ব্যয়। এর মধ্যে আবশ্যক জিনিস এবং অনাবশ্যক জিনিসের ওপর করা খরচই অন্তর্ভুক্ত থাকে। আসুন আমরা নিজেদের খরচের বিষয়টা একটু বোঝার চেষ্টা করি।

খরচ (টাকার ব্যবহার)	পরিমাণ (টাকা)
খাদ্য, বাসস্থান ও বস্ত্র	২০০০
শিক্ষা	১০০০
ঋণ পরিশোধ	৭০০
অসুস্থতা	৩০০
মদ, নেশাদ্রব্য, গুটকা	৫০০
জুয়া	৪০০
বিবাহ, উৎসব, তীর্থযাত্রা ইত্যাদিতে অত্যধিক খরচ	১১০০
মোট	৬০০০

বিনিয়োগ কী ?

নিজের সঞ্চয়ের টাকা আরও বাড়ানোর জন্য কোথাও খাটানো হলে তাকে বিনিয়োগ বলা হয়ে থাকে, যেমন জমি কেনা, ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানত (ফিক্সড ডিপোজিট) রাখা ইত্যাদি।

সঞ্চয় কী ?

আমাদের খরচের থেকে আয় বেশি হলে যে উদ্বৃত্ত টাকা থেকে যায় তাকেই সঞ্চয় বলা হয়।

ঋণ কী ?

যখন আয়ের থেকে খরচ বেশি হয় তখন আমরা কোনও সঞ্চয় করতে পারি না, তার ফলে খরচের জন্য টাকার অভাব ঘটে এবং তা পূরণ করার জন্য ধার করতে হয়, ফলে ঋণ সৃষ্টি হয়।

আয়	ব্যয়	পরিণতি/ফল	করণীয়
৫০০০ টাকা	৪০০০ টাকা	উদ্বৃত্ত ১০০০ টাকা	এগিয়ে যান
৫০০০ টাকা	৫০০০ টাকা	উদ্বৃত্ত নেই, ঘাটতি নেই	চিন্তা করুন
৫০০০ টাকা	৬০০০ টাকা	১০০০ টাকা ঘাটতি	থেমে যান

ঋণ কীভাবে সামলাবেন ?

যদি কোন বিশেষ মাসে আমাদের খরচ আয়ের তুলনায় বেশি হয়, আগের মাসের সঞ্চয় দিয়ে এই ঘাটতি পূরণ করা যায়। কিন্তু আমাদের কোন সঞ্চয় না থাকলে ধার করতে হয় এবং বেশি সুদে ঋণ নিতে হয়।

প্রাত্যহিক জীবনে আমরা যে ভাবে নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে জল ব্যবহার করে থাকি, তার সঙ্গে এর যথেষ্ট মিল আছে। কোনও দিন পুরসভার জল সারাদিন পাওয়া যায়, আবার কোনও দিন একেবারেই জল আসে না। সেই ক্ষেত্রে আমরা কি জলের ব্যবহার বন্ধ রাখি? মোটেও নয়! আমরা জলের ব্যবহার বন্ধ করি না, যখন প্রচুর জল পাওয়া যায়, তখন আমরা জল তুলে রাখি এবং যখন জল থাকে না সেই জল ব্যবহার করি। একেই বলে সঞ্চয় করা। আমাদের অর্থব্যবস্থা এমন একটি পাত্রের সঙ্গে তুলনা করা চলে যার নীচের দিকে একটি নল বসান আছে। পাত্রে যে জল আসছে সেটা হল আমাদের আয়, আর যে জল বেরিয়ে যাচ্ছে, তা হল আমাদের ব্যয় বা খরচ।

অনাবশ্যক খরচগুলিতে রাশ টানুন এবং নিজের সঞ্চয় বৃদ্ধি করুন

আবশ্যক ও অনাবশ্যক খরচের মধ্যে পার্থক্য কী?

আবশ্যক খরচ হল মৌলিক অর্থাৎ অতি প্রয়োজনীয় বস্তুর ওপর ব্যয় করা টাকা। এই সমস্ত বস্তুর ওপর খরচ এড়িয়ে যাওয়ার কোনও উপায় নেই, যেমন খাদ্যদ্রব্য, বাসস্থান, বস্ত্র, সন্তানের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি। অনাবশ্যক খরচ বলতে আমাদের নানা আকাঙ্খার জিনিসপত্রকে বোঝায়। এই সব জিনিসপত্রের জন্য আমাদের চাহিদা এই জন্যই যে আমরা সেগুলি ভোগ করতে চাই কিন্তু সেগুলি আমাদের বেঁচে থাকার জন্য আদৌ অপরিহার্য নয়।

আমরা আমাদের টাকা-কড়ি সামলাব কীভাবে?

আর্থিক পরিকল্পনার মাধ্যমে আমরা দক্ষতার সঙ্গে আমাদের টাকা-কড়ি সামলাতে পারি। আর্থিক পরিকল্পনার প্রথম পদক্ষেপই হল একটি আর্থিক ডায়েরি রাখা। তাতে একটি বিশেষ সময়কালের, যেমন এক সপ্তাহ বা এক মাসের জন্য আয় ব্যায়ের হিসেব রাখা যায়।

আর্থিক পরিকল্পনা কী?

এটি হল আমাদের সারা জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের আর্থিক প্রয়োজনগুলির একটি আগাম হিসেব প্রস্তুত করা ও তাদের পূরণ করার উপায় নির্ধারণ করা, যেমন শিশুর জন্ম, শিক্ষা, বাড়ি কেনা, বিবাহ, ফসলের বীজ কেনা ইত্যাদির মত প্রয়োজন অথবা আকস্মিক পরিস্থিতির সামাল দেওয়া যেমন রোগভোগ, দুর্ঘটনা, মৃত্যু, বন্যা, খরা প্রভৃতির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি।

আর্থিক পরিকল্পনা আমাদের কেন করা উচিত ?

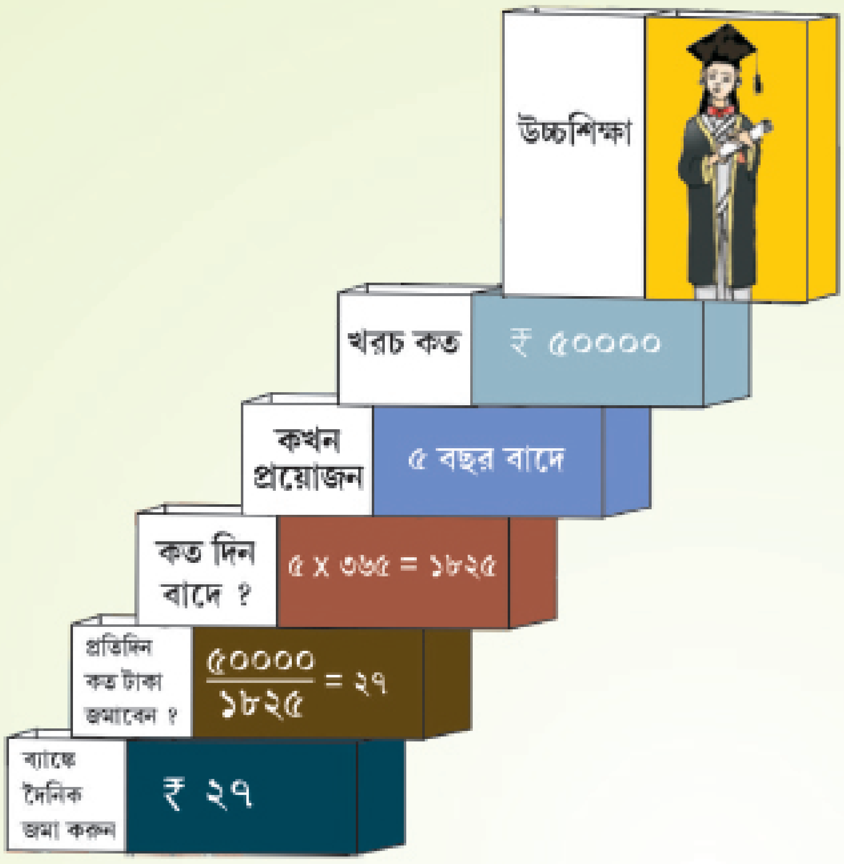

আর্থিক পরিকল্পনা আমাদের নিজেদের আয় বুঝে আগে থেকেই সম্ভাব্য খরচগুলি ছকে নিতে সাহায্য করে। এটি আমাদের দুভাবে সাহায্য করে, প্রথমত, ভবিষ্যতের প্রয়োজন মেটানোর জন্য আমরা নিয়মিত আমাদের আয়ের একটি অংশ সঞ্চয় করতে পারি এবং দ্বিতীয়ত, ভবিষ্যতের প্রয়োজনে সঞ্চয় করার লক্ষ্যে আমরা অনাবশ্যক খরচগুলি কমিয়ে ফেলতে পারি। এই জন্য আমাদের আজই আর্থিক পরিকল্পনা শুরু করে দেওয়া উচিত, যাতে আমরা নিজেদের ঋণ শোধ করতে পারি, নিজের টাকায় বাড়ি কিনতে পারি বা নিজেদের কাছেই উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনীয় টাকা থাকে।

আর্থিক পরিকল্পনার সাহায্যে নিজের লক্ষ্য পূরণ করুন।

আর্থিক পরিকল্পনা কীভাবে করব ?

- বর্তমান আর্থিক অবস্থা মূল্যায়ন করুন (আজ আমরা কী অবস্থায় আছি)।
- আমাদের আর্থিক প্রয়োজনগুলি চিহ্নিত করুন-স্বল্পকালীন মেয়াদে (১ বছর), মধ্যকালীন মেয়াদে (১ থেকে ৫ বছর) এবং দীর্ঘকালীন মেয়াদে (৫ বছরের অধিক) আমরা কী করতে চাই।
- প্রতিটি প্রয়োজনের জন্য কত টাকা লাগবে এবং কবে সেটা পেতে চাই ঠিক করুন। গণনা করে দেখুন প্রতি সপ্তাহে / মাসে আমাদের কত টাকা করে সঞ্চয় করতে হবে।
- একটি আর্থিক ডায়েরি রাখুন - সাপ্তাহিক / মাসিক আয় ও ব্যয় লিখে ফেলুন।
- খরচ কমান - ভেবে চিন্তে খরচা করুন।
- নিয়মিত নিজের সঞ্চয়ের পর্যালোচনা করুন - সেটা কি পরিকল্পনামাফিক হচ্ছে? যদি না হয়, খরচের দিকে তাকান, খরচ কমানোর জায়গা বের করে খরচে কাটছাঁট করুন এবং সঞ্চয় বাড়াতে থাকুন।
- প্রতি সপ্তাহে / মাস-এর শেষে সঞ্চয়ের পরিমাণ কোথায় দাঁড়াল দেখুন।
- ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্টে নিজের সঞ্চয় জমা করুন।

আর্থিক ডায়েরি কেন রাখতে হবে ?

আর্থিক ডায়েরি আমাদের আর্থিক পরিকল্পনা করতে সাহায্য করে। আমরা জানতে পারি একটি নির্দিষ্ট মাসে কত টাকা আবশ্যক এবং কত টাকা অনাবশ্যক বস্তুর ওপর ব্যয় হচ্ছে। ফলে আমরা চিহ্নিত করতে পারি, কোন্ বিষয়ে খরচ এড়ান যায় অথবা কমান যায়। একবার আমরা এটা জানতে পারলে, খরচ নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হই। আমরা এই টাকাটা বাঁচাতে পারি এবং দারিদ্র-চক্র থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারি।

সবসময়ই, খরচ করার আগে দুবার চিন্তা করুন।

ধরুন, আমাদের মাসিক আয় ৫০০০ টাকা। আর্থিক ডায়েরি রাখার দরুন আমরা জানতে পেরেছি যে আমাদের খরচ, অর্থাৎ খাদ্য, বাসস্থান এবং বস্ত্র খাতে (২০০০ টাকা), সন্তানের শিক্ষা খাতে (১০০০ টাকা), বাড়ি ভাড়া (৭০০ টাকা) এবং অসুখ-বিসুখ খাতে (৩০০ টাকা) এবং শখ আহ্লাদ মেটানোর খরচ বলতে, পালা-পর্বণ, তীর্থযাত্রা খাতে (৫০০ টাকা), এবং সুরাপান, জুয়াখেলা ইত্যাদি খাতে (৫০০ টাকা)। আমরা পালাপার্বণ, তীর্থযাত্রা খাতে খরচ ৫০০ টাকা থেকে কমিয়ে ২০০ টাকা করতে পারি এবং সুরাপান ও জুয়াখেলার খরচ বাদ দিতে পারি। তাহলে, অতিরিক্ত ৮০০ টাকা আমরা বাঁচাতে পারি। অতএব, আর্থিক ডায়েরি ব্যবহার করার ফলে আমরা টাকা বাঁচাতে পারলাম। ডায়েরি ছাড়া আমরা পুরো টাকাটাই খরচ করে ফেলতাম।

আমরা কীভাবে খরচ কমাতে পারি ?

বুঝেসুঝে খরচ করলে আমরা কিছু অনাবশ্যক খরচ কমাতে পারি। বাড়তি উপার্জন না করেই - এই বাঁচানো টাকাই হল আমাদের অতিরিক্ত আয়, যা আবশ্যক বস্তুসামগ্রী কেনার জন্য খরচ করতে পারি। এটা খুব সহজেই বোঝা যায়।

উদাহরণস্বরূপ, যদি আমরা প্রতিদিন ৪ কাপ করে চা পান করে থাকি, তবে বিগত ৩০ দিনে (১ মাস) আমরা ১২০ কাপ চা পান করেছি। প্রতি কাপ চায়ের দাম যদি ৫ টাকা হয়, তবে মোট খরচ হয়েছে ৬০০ টাকা। একটু ভেবে দেখুন, আমাদের কি প্রতিদিন ৪ কাপ করে চা পান করা নিতান্তই প্রয়োজন? আমরা যদি ২ কাপ করে চা প্রতিদিন পান করতাম তাহলে আমাদের খরচ হতো ৩০০ টাকা এবং আমরা ঠিক আরও ৩০০ টাকা সঞ্চয় করতে পারতাম। এখানে, ৪ কাপ চা আমাদের বাসনা বা ইচ্ছে ছিল, কিন্তু মূলতঃ ২ কাপ চায়ে আমাদের প্রয়োজন পূরণ হয়ে যেত। ধরতে গেলে আমাদের আয় মাসে ৩০০ টাকা বেড়ে গেল এবং এক বছরে আমরা সঞ্চয় করলাম ৩৬০০ টাকা

সঞ্চিত টাকা হল উপার্জিত টাকা

❖❖❖

সঞ্চয়

কেন আমাদের সঞ্চয় করা উচিত ?

যখন আমাদের আয়ের চেয়ে বেশি খরচ করার প্রয়োজন পড়বে তখন আমাদের আরও টাকার প্রয়োজন। তাই আমাদের নিয়মিত সঞ্চয় করা উচিত।

- জন্ম, শিক্ষা, বিবাহ, কৃষি বীজ কেনা, বাসস্থান কেনা ইত্যাদির মতো বড় খরচ মেটানোর জন্য।
- অপ্রত্যাশিত ঘটনা, যেমন রোগ, দুর্ঘটনা, মৃত্যু, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদির দরুন খরচের প্রয়োজন মেটাতে। আপৎকালীন ঘটনার সময় সঞ্চয় আমাদের রক্ষা করে।
- অসময়ে, যখন আমরা উপার্জন করতে সক্ষম নই, সে সময়ে টাকার প্রয়োজন পড়ে।
- আমাদের বৃদ্ধ বয়সে টাকার প্রয়োজন হয়
- আমাদের নিয়মিত আয় থেকে কিনতে পারি না, এমন কিছু কেনার জন্য টাকা লাগে।

সংক্ষেপে, যখন আমাদের আয়ের তুলনায় অতিরিক্ত খরচ করার প্রয়োজন পড়ে, তখন আমাদের নিজের টাকায় তা করা যায়, যদি আমাদের পর্যাপ্ত নিজস্ব সঞ্চয় থাকে।

কীভাবে সঞ্চয় করব ?

খরচ কমিয়ে অথবা আমাদের আয় বাড়িয়ে আমরা সঞ্চয় করতে পারি। আয় একই ধরে নিয়ে আবশ্যক অথবা অনাবশ্যক বস্তু কেনার জন্য আমরা টাকা খরচ করি। আবশ্যক বস্তুগুলি হল এমন যেগুলি ছাড়া আমাদের চলে না, যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাড়ি সারানো, কৃষি বীজ এবং চাষের উপকরণ কেনা, সন্তানের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের জন্য খরচ। বেঁচে থাকার জন্য প্রতিদিন আমাদের এই সমস্ত জিনিসের প্রয়োজন পড়ে। অনাবশ্যক বস্তু হল আমাদের জীবনের 'বাড়তি' বিষয়গুলো, এগুলি আমরা উপভোগ করি বলে আমরা চাই। এই সমস্ত জিনিসের ওপর খরচ হয় বাদ দেওয়া যায়, না'হলে কমান যায় অথবা স্থগিত রাখা যায়, যেমন মদ, ড্রাগস, গুটকা, জুয়াখেলা ইত্যাদির ওপর খরচ বাদ দেওয়া যায়, আবার বিবাহ, উৎসব, তীর্থভ্রমণের ওপর অত্যধিক খরচ কমান যায় এবং টিভি, স্কুটার, গাড়ি, গহনা ইত্যাদির ওপর খরচ স্থগিত রাখা সম্ভব। অনাবশ্যক জিনিষপত্রের ওপর যত কম খরচ করব,ততই আমরা আবশ্যক জিনিষপত্র কেনার জন্য টাকা বাঁচাতে পারব।

নিয়মিত খরচ চালানোর মত যথেষ্ট টাকা যদি আমাদের কাছে না থাকে, সে ক্ষেত্রে সঞ্চয় করব কীভাবে?

প্রায়ই একথা শোনা যায় যে- আমরা যথেষ্ট রোজগার করি না, তাই আমরা সঞ্চয় করতে পারি না। প্রকৃত সত্য হল- প্রত্যেকেরই সঞ্চয় দরকার এবং প্রত্যেকেই তা করতে পারে। আমাদের উপার্জনের প্রথম দিন থেকেই আয়ের একটি অংশ সঞ্চয় হিসাবে সরিয়ে রাখা উচিত। জরুরী হল প্রথম থেকে এবং নিয়মিতভাবে আমাদের সঞ্চয় করা উচিত, পরিমাণে তা যত কমই হোক না কেন, এবং যদি আমরা অপ্রত্যাশিতভাবে লাভ / আয় করি, আমাদের পুরোটাই অথবা বেশির ভাগ অংশটাই সঞ্চয় করা উচিত। এগুলি আমাদের ভবিষ্যতের আর্থিক প্রয়োজন নিয়ে দুশ্চিন্তা কমাবে এবং অপ্রত্যাশিত খরচ সামলাতে সাহায্য করবে।

যদি আমরা ১০০ টাকা রোজগার করি, আমরা ২০ টাকা সঞ্চয় করতে পারি এবং যদি আমরা ১০ টাকা রোজগার করি আমরা ২ টাকা সঞ্চয় করতে পারি। যদি আমরা ১০০ টাকার রোজগার থেকে ২০ টাকা আলাদা করে রাখি, তাহলে ৫টি রোজগারের দিনে আমরা একদিনের রোজগার সঞ্চয় করে নিতে পারি। ১০০ টি রোজগারের দিনে তার মানে ২০ দিনের রোজগারের সমান সঞ্চয় এবং তার ওপর আবার সুদের টাকা। দারুণ ব্যাপার নয় কি?

প্রতিদিনের আয়	১০০ টাকা
প্রতিদিনের খরচ	৮০ টাকা
প্রতিদিনের সঞ্চয়	২০ টাকা
এক মাসে সঞ্চয়	২০X৩০=৬০০ টাকা
এক বছরে সঞ্চয়	৬০০X১২=৭২০০ টাকা
৮% হারে প্রতি বছর সুদ	৩১৮ টাকা
বছর শেষে সঞ্চিত পরিমাণ	৭৫১৮ টাকা
এই টাকা ৭৫ দিনের রোজগারের সমান	

সঞ্চয়ের মেয়াদ কী হওয়া উচিত ?

যত বেশি দিন ধরে আমরা সঞ্চয় করব ততই আমাদের সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়বে। সঞ্চয়ের পরিমান যত বেশি হবে, ততই আমরা আপৎকালীন পরিস্থিতি বা উপার্জনহীন বৃদ্ধবয়সের জন্য প্রস্তুত থাকব এবং নিজেদের প্রয়োজনে পরমুখাপেক্ষী হতে হবে না। সঞ্চয় যেমন যেমন বৃদ্ধি পাবে, ততই আমাদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য ধার করার প্রয়োজন কমবে।

বয়স	২৫	৩৫	৪৫
প্রতি বছর সঞ্চিত পরিমান (টাকা)	১০০০	১০০০	১০০০
সঞ্চয়ের বছরের সংখ্যা	৪০	৩০	২০
আমাদের সঞ্চয়ের পরিমাণ (টাকা)	৪০০০০	৩০০০০	২০০০০
১০% হারে প্রতি বছর অর্জিত সুদ (টাকা)	৪২২৮৭৮	১৪২০৩৩	৩৯৯০০
৬৫ বছর বয়সে মোট পরিমাণ (টাকা)	৪৬২৮৭৮	১৭২০৩৩	৫৯৯০০

দীর্ঘ দিন ধরে সঞ্চয় করলে আমাদের সঞ্চয় কয়েক গুন বৃদ্ধি পায়, যেহেতু তা সুদেমূলে বাড়ে।

❖❖❖

ব্যাঙ্কে টাকা রাখা (সঞ্চয়)

কোথায় টাকা রাখব ?

আমরা আমাদের জমান টাকা বালিশের তলায় রাখতে পারি অথবা লক্ষ্মীর ভাঁড়ে। কিন্তু কী হয় ? আমরা টাকার নিরাপত্তা নিয়ে সব সময়ে চিন্তিত থাকি। কখনও কখনও আমাদের কষ্টার্জিত টাকা ইঁদুর বা পোকায় নষ্ট করে ফেলতে পারে। আমাদের কষ্টার্জিত টাকা কেউ চুরি করে নিতে পারে, বা আমরাই কোনও প্ররোচনায় পড়ে খরচ করে ফেলতে পারি অথবা কেউ ধার নিতে পারে। তাছাড়া বাড়িতে টাকা রাখলে তা বাড়ে না। সঞ্চয়ের সব থেকে ভালো উপায় হল ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্টে আমানত হিসেবে রাখা। অল্প স্বল্প টাকা পয়সা লক্ষ্মীর ভাঁড়ে রাখা চলে, কিন্তু বুদ্ধিমানের কাজ হল আমাদের সঞ্চয় ব্যাঙ্কে রাখা।

নিজের কষ্টার্জিত টাকা হারাবেন না, সর্বদা ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্টে জমা রাখুন।

কেন ব্যাঙ্কে সঞ্চয় করব ?

ব্যাঙ্কে টাকা রাখা নিরাপদ কারণ ব্যাঙ্কগুলির ওপর নিয়ন্ত্রক সংস্থার নজরদারী আছে এবং দেশ গঠনের কাজে এই সঞ্চয়ের ব্যবহার হয়। নিরাপত্তা দেওয়া ছাড়াও ব্যাঙ্ক টাকা জমা রাখার জন্য কোনও চার্জ নেয় না। ব্যাঙ্ক বরং আমাদের জমা টাকার উপর সুদ দেয়, যার ফলে ব্যাঙ্কে আমাদের টাকা বাড়তে থাকে। ব্যাঙ্কে টাকা রাখা মানে যখনই প্রয়োজন আমরা সেই টাকা ব্যবহারের জন্য নিতে পারি। ব্যাঙ্কের টাকা পয়সা লেনদেনে স্বচ্ছতা আছে। ব্যাঙ্ক এছাড়াও নানা ধরনের দরকারি পরিষেবা দিয়ে থাকে। ব্যাঙ্কে এ্যাকাউন্ট থাকলে আমরা খুব অল্প খরচে ঋণ পেতে পারি, টাকা পাঠানোর সুবিধাও পেতে পারি। আমরা কোনও কাছের লোককে মনোনীত (নমিনি) করতে পারি যিনি আমাদের মৃত্যুর পর আমাদের জমা টাকার বৈধ দাবিদার হবেন।

মনোনয়ন (নমিনেশন) কী ?

নমিনেশন হল এমন এক সুবিধা যার ফলে একজন আমানতকারী কোনও বিশেষ ব্যক্তিকে (পরিবারের বা অন্য কাছের লোক) মনোনীত করেন যিনি আমানতকারীর মৃত্যুর পর তাঁর জমা টাকার বৈধ দাবিদার হতে পারেন। মারা যাওয়ার পর এ্যাকাউন্টে পড়ে থাকা জমা টাকা যাতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি সহজেই তুলতে পারেন/হাতে পান, সেজন্য নমিনেশন করে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।

ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট থাকার কী কী লাভ ?

- ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট আমাদের এমন একটি পরিচিতি দেয় যেটিকে অন্যান্য সরকারি সংস্থাগুলি স্বীকৃতি দেয়
- ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্টে সমস্ত লেনদেনগুলি স্বচ্ছ; আমরা আমাদের আমানত, টাকা তোলা, সুদ ইত্যাদি সম্পর্কে পরিস্কার ভাবে জানতে পারি।
- ব্যাঙ্কগুলির কাজকর্ম পক্ষপাতদুষ্ট নয়, অর্থাৎ গ্রাহক যে কেউ হোক না কেন, নিয়ম এক।
- ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্টে আমাদের টাকা নিরাপদ থাকে

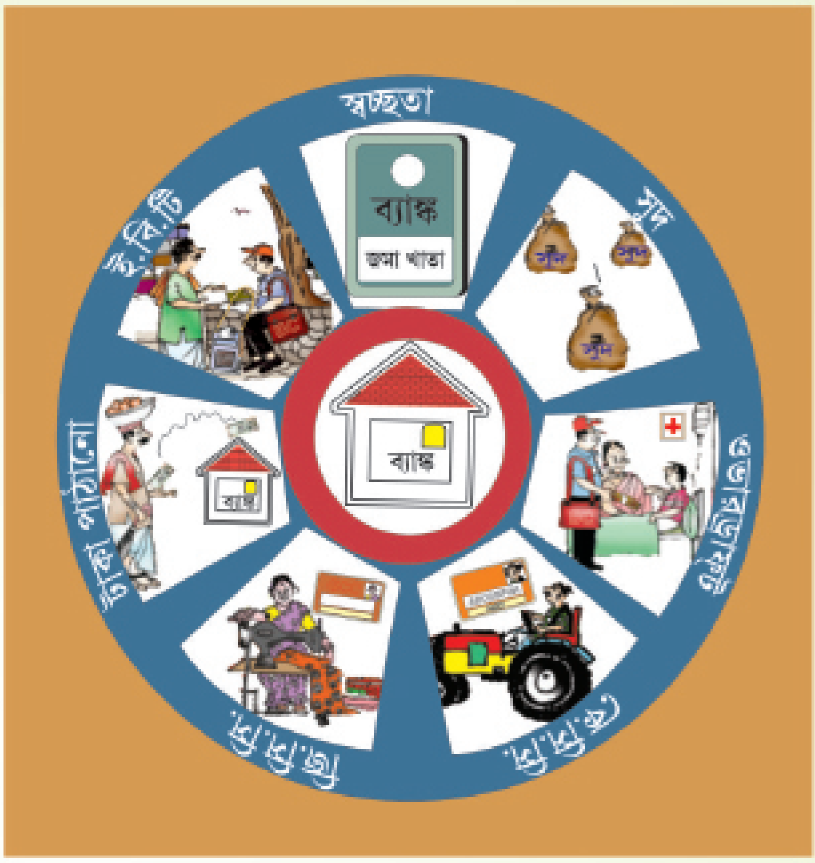

- আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যাঙ্ক সঞ্চয় (সেভিংস), আবর্তক (রেকারিং) এবং স্থায়ী আমানত (ফিক্সড ডিপোজিট) এ্যাকাউন্ট খুলে দেয় এবং আমানতের ওপর সুদ দেয়।
- আমাদের মজুরি / বেতন সরাসরি ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্টে জমা হওয়ার সুবিধা আছে।
- সমস্ত ধরনের সামাজিক সুবিধাগুলি যেমন এমজিএনআরইজিএ-এর মজুরি, পেনশন ইত্যাদি ইবিটি মাধ্যমে ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্টে জমা পড়ে যাওয়ার সুবিধা আছে।
- যখন প্রয়োজন আমরা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে পারি বা টাকা জমা করতে পারি।
- প্রয়োজনে আমরা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারি। উৎপাদনমূলক কাজের জন্য ব্যাঙ্ক অত্যন্ত সহজ সুদে ঋণ দেয়। আমাদের ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট থাকলে ঋণ মঞ্জুর হওয়া সহজ।
- ব্যাঙ্কের মাধ্যমে আমরা প্রয়োজন মতো যেখানে দরকার সেখানে টাকা পাঠাতে পারি।

ব্যাঙ্কে সেভিংস এ্যাকাউন্ট খোলাই অন্যান্য সমস্ত ধরনের পরিষেবা পাওয়ার মূল চাবিকাঠি

ইবিটি কী ?

ইবিটি মানে হল ইলেকট্রনিক বেনিফিট ট্রান্সফার (বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সুবিধা হস্তান্তরণ), যার সাহায্যে এলপিজি'র জন্য ভর্তুকির টাকা, এমজিএনআরইজিএ-এর মজুরি, বার্ধক্য পেনশন, বিধবা পেনশন, অর্থ প্রেরণ, ইত্যাদি সামাজিক সুরক্ষামূলক সুবিধাগুলি দেওয়া যায়। আমাদের প্রাপ্য টাকা কারও মধ্যস্থতা ছাড়াই সময়মতো এবং দ্রুত আমাদের ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্টে ক্রেডিট হয়ে যায়। এভাবেই চলতি ব্যবস্থার অন্তর্গত ফাঁক-ফোকর এবং দীর্ঘসূত্রতা এড়ান যায়। যখন যেমন দরকার আমাদের ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট থেকে আমরা টাকা তুলতে পারি। ব্যাঙ্ক থেকে অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও আমরা নিতে পারি।

টাকা পাঠানো বা অর্থপ্রেরণ কী ?

সমস্ত দেশব্যাপী দূর দুরান্তে থাকা কোনও মানুষ বা মানুষদের কাছে আমরা ব্যাঙ্কের মাধ্যমে টাকা পাঠাতে পারি। নিরাপত্তার সঙ্গে, দ্রুত এবং দক্ষভাবে ব্যাঙ্ক এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা, একজনের থেকে আরেকজনের কাছে আমাদের টাকা হস্তান্তরিত করতে পারে। সুতরাং, আমাদের ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট থাকলে আমরা সহজেই পড়াশোনার জন্য অন্য শহরে বসবাসকারী আমাদের সন্তানদের এ্যাকাউন্টে টাকা পাঠাতে পারি। প্রবাসে কর্মরত আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আমরা টাকা পেতে পারি।

সুদ কী ?

সুদ হল সেই টাকার পরিমাণ, যা আমাদের সঞ্চিত টাকা উপার্জন করে অথবা সেই টাকার পরিমাণ, যা ঋণ গ্রহণ করলে আসলের ওপরে আমাদের শোধ করতে হয়। যে টাকা আমরা ব্যাঙ্কে রাখি তা অলস পড়ে থাকে না। ব্যাঙ্ক ওই টাকা আবার অন্যান্যদের ঋণ হিসেবে দেয়। যারা ঋণ গ্রহণ করেন তাঁরা ব্যাঙ্ককে কিছু সুদ (বাড়তি টাকা) দেন। ধরা যাক, আমরা ব্যাঙ্কে ১০০০ টাকা আমানত রাখি। ব্যাঙ্ক এই টাকা অন্য এক ব্যক্তিকে ঋণ হিসেবে দেয়। সেই ঋণগ্রহীতা চার্জ হিসেবে ধরা যাক ১০০ টাকা ব্যাঙ্ককে বেশি দেয় ১ বছর পর। ব্যাঙ্ক এই আয়ের থেকেই একটা অংশ, ধরা যাক ৪০ টাকা, আমাদের দেয়। আমাদের এই অতিরিক্ত আয়, যা আমরা ব্যাঙ্কে ১০০০ টাকা ১ বছর রাখার জন্য পাই, তাকে বলে সুদ।

মহাজনরাও ৩-৫% সুদ নেয়, তাহলে এ কথা কী করে বলা যায় যে ব্যাঙ্কের তুলনায় তাদের বেশি সুদ দিতে হয়?

ব্যাঙ্ক যে সুদের হার বিজ্ঞাপিত করে সেটির বিরাম/ভিত্তি বার্ষিক, কিন্তু মহাজনরা যে সুদের হার নির্ধারণ করে তার বিরাম/ভিত্তি মাসিক। অতএব, একজন মহাজন যখন ৩% সুদের হারের কথা বলেন, তার মানে দাঁড়ায় সুদের হার বছরে ৩৬% (৩ X ১২), অন্যদিকে ব্যাঙ্ক যখন ১২% সুদের হার চায়, তার মানে বছরে ১২% । সেই কারণে ব্যাঙ্কের ধার্য করা সুদের হার মহাজনদের তুলনায় কম এবং তাই মহাজনদের কাছে ধার নিলে শেষ পর্যন্ত আমাদের অনেক বেশি সুদ গুনতে হয়।

বিভিন্ন ধরনের আমানত (ডিপোজিট) এ্যাকাউন্ট কী কী?

ব্যাঙ্ক তিন ধরনের আমানত এ্যাকাউন্ট খোলার সুযোগ দেয় - সঞ্চয় আমানত (সেভিংস ডিপোজিট), মেয়াদি আমানত (টার্ম ডিপোজিট) এবং আবর্তক আমানত (রেকারিং ডিপোজিট)। নীচে এগুলি সম্বন্ধে বোঝানো হয়েছেঃ

- **সঞ্চয় আমানত (সেভিংস ডিপোজিট) এ্যাকাউন্ট** হল আমাদের প্রতিদিনের বাড়তি টাকা জমা করার ব্যবস্থা। আমরা যখন প্রয়োজন টাকা তুলতে পারি। আমরা ওভারড্রাফটও (আকস্মিক প্রয়োজনে ঋণ) পেতে পারি আমাদের সেভিংস এ্যাকাউন্টের ওপর।
- **মেয়াদি আমানত (টার্ম ডিপোজিট) এ্যাকাউন্ট** আমাদের প্রয়োজন অনুসারে একটি নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য টাকা জমা করার জন্য খোলা হয়। এই আমানত সেভিংস আমানতের তুলনায় বেশি সুদ অর্জন করে যেহেতু পূর্বনির্ধারিত নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য আমরা টাকা জমা রাখি। মেয়াদপূর্তির তারিখের আগেই আমরা টাকা তুলতে পারি কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমরা কম সুদ পাব।
- **আবর্তক আমানত (রেকারিং ডিপোজিট) এ্যাকাউন্ট** খোলা হয় নির্দিষ্ট সময় অন্তর, যেমন প্রতিদিন বা প্রতি সপ্তাহ অথবা প্রতি মাসে নিয়মিত টাকা জমা করার জন্য। এর ব্যবহার একটি নির্দিষ্ট লম্বা সময় ধরে নিয়মিত সঞ্চয়/জমা করার জন্য।

সঞ্চয় ব্যাঙ্ক (সেভিংস ব্যাঙ্ক) এ্যাকাউন্ট আমরা কীভাবে খুলব?

সেভিংস ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট আমরা এ্যাকাউন্ট খোলার আবেদনপত্র (ফর্ম) পূরণ করে খুলতে পারি। এর সঙ্গে লাগবে নিজের এক বা একাধিক হালের ছবি এবং "নিজের গ্রাহককে জানুন" (কেওয়াইসি)-র কাগজপত্র যথা, নিজের পরিচয় ও ঠিকানার প্রমাণ।

হাতে টাকা না থাকলে, তখন আমরা কীভাবে ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট খুলব ?

এখন আর ব্যাঙ্ক এ্যাকউন্ট খোলার জন্য টাকার প্রয়োজন নেই। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সমস্ত ব্যাঙ্কগুলিকেই নির্দেশ দিয়েছে "শূন্য ব্যালান্স"-এর এ্যাকাউন্ট খুলতে। একে বলা মূল সঞ্চয় ব্যাঙ্ক আমানত এ্যাকাউন্ট (বেসিক সেভিংস ব্যাঙ্ক ডিপোজিট এ্যাকাউন্ট) যা যে কোনও ব্যক্তি ন্যূনতম ব্যালান্স ছাড়াই খুলতে পারেন।

মূল সঞ্চয় ব্যাঙ্ক আমানত এ্যাকাউন্ট (বেসিক সেভিংস ব্যাঙ্ক ডিপোজিট এ্যাকাউন্ট)-এর বৈশিষ্ট্য কী কী ?

বেসিক সেভিংস ব্যাঙ্ক ডিপোজিট এ্যাকাউন্ট হল একটি সঞ্চয় ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট যাতে কোনও ব্যালান্স না থাকলেও চলে। যতবার ইচ্ছে টাকা জমা করার জন্য ব্যাঙ্ক কোনও ধরনের মাশুল (চার্জ) নেয় না। এছাড়াও, মাসে চারবার পর্যন্ত টাকা তুললে ব্যাঙ্ক কোনও চার্জ নেবে না। কোনও ধরনের ফি ছাড়াই আমরা একটি পাসবই এবং একটি এটিএম/স্মার্ট কার্ড পাব। আমরা আমাদের প্রাত্যহিক প্রয়োজনে এই এ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে পারি, যেমন টাকা জমা করা, টাকা তোলা, টাকা পাঠানো ও সরকারের সামাজিক এবং আর্থিক সুবিধাগুলির সরাসরি প্রাপ্তি, ইত্যাদির জন্য।

'আপনার গ্রাহককে জানুন' (কে ওয়াই সি) কী ?

'কে ওয়াই সি' নিয়মাবলি অনুযায়ী ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট খুলতে হলে ব্যাঙ্ককে আমাদের সম্পর্কে বিশদ তথ্য জানাতে হয়। সুতরাং এ্যাকাউন্ট খোলার ফর্মসহ ব্যাঙ্কের কাছে প্রয়োজনীয় 'কে ওয়াই সি' নথিপত্র, - যেমন, ছবি, পরিচয় প্রমাণ এবং ঠিকানার প্রমাণ সংক্রান্ত নথি, ইত্যাদি জমা করতে হয়। আধার কার্ড-এর ভিত্তিতেও এ্যাকাউন্ট খোলা যায়। যাঁদের কাছে উপরোক্ত নথিগুলি নেই, তাঁরা এমজিএনআরইজিএ জব-কার্ড অথবা স্বঘোষিত প্রমাণের ভিত্তিতে সহজতর/শিথিল 'কে ওয়াই সি' নিয়মের আওতায় এ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন। এভাবে খোলা ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্টগুলিকে "ক্ষুদ্র এ্যাকাউন্ট" হিসেবে ধরা হবে এবং এই এ্যাকাউন্টগুলিতে লেনদেনে কিছু সীমাবদ্ধতা থাকবে।

আমাদের গ্রামে কোনও ব্যাঙ্কের শাখা নেই, আমরা কী ভাবে এ্যাকাউন্ট খুলব ?

ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সুবিধাগুলি গ্রহন করার জন্য এখন আর আমাদের এলাকায় ব্যাঙ্কের শাখা থাকার প্রয়োজন নেই। ব্যাঙ্ক বিজনেস করেসপনডেন্ট (বিসি) নিয়োগ করছে যাঁরা ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবেন। এঁরা স্থানীয় মানুষ যাঁদের এই সমস্ত এলাকায় পরিচিতি আছে এবং এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে উৎসাহ আছে। তাঁরাই সমস্ত ধরনের ব্যাঙ্কিং পরিষেবা সেই গ্রাম ও তার আশেপাশের গ্রামগুলিতে পৌঁছে দেবেন। 'বিসি' নিয়োগের সময় ব্যাঙ্কের আধিকারিকগণ গ্রামবাসীদের কাছে 'বিসি'র পরিচয় করিয়ে দেবেন। 'বিসি' সম্পর্কে তথ্য আমরা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছ থেকেও পেতে পারি।

বিসি কী ? বিসি কীভাবে কাজ করে ?

ব্যাঙ্কগুলিকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে স্থানীয় ব্যক্তিবিশেষ বা অন্য সংস্থাদের ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ করার। বিসি-রা ব্যাঙ্কিং লেনদেন চালানোর জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ইনফরমেশন এ্যাণ্ড কমিউনিকেশন বা সংক্ষেপে (আইসিটি) ভিত্তিক যন্ত্র ব্যবহার করেন, যথা, হাতে ধরে ব্যবহার করা যায় এমন মেশিন, স্মার্ট কার্ড পড়ার যন্ত্র, মোবাইল ফোন, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এখন ব্যাঙ্ক আপনার দরজায় হাজির।
বিসি'র কাছে টাকা জমা করলে তা কি নিরাপদ থাকবে ?

বিসি হল এক এমন মাধ্যম যার সাহায্যে আমরা ব্যাঙ্ক-পরিষেবা নিজেদের দোরগোড়ায় পেতে পারি, কেননা আমাদের এলাকা থেকে ব্যাঙ্কের শাখা অনেক দূরে। বিসি'র কাছে আমাদের টাকা জমা করা ব্যাঙ্কের শাখায় টাকা জমা করার মতই নিরাপদ। লেনদেনগুলি আইসিটি ভিত্তিক যন্ত্রের মাধ্যমে হয় এবং ব্যাঙ্কের খাতায় তার হিসেব চলে যায়। গ্রাহকগণ সঙ্গে সঙ্গেই লেনদেনের সত্যতা যাচাই করতে পারেন কারণ বিসির মাধ্যমে জমা করা টাকা বা তোলা টাকা সম্পর্কে ব্যাঙ্ক স্বীকৃতি জানায় - ব্যাঙ্কের তরফ থেকে রসিদও দেয়। এছাড়াও, বিসির মাধ্যমে লেনদেনগুলি বায়োমেট্রিক্স অথবা পিন নাম্বারের ভিত্তিতে হয় এবং সেই কারণে অন্য কোনও ব্যক্তি আমাদের এ্যাকাউন্টে লেনদেন করতে পারে না।

বিসির মাধ্যমে কী কী পরিষেবা পাওয়া যায় ?

বিসি সঞ্চয় আমানত (সেভিংস ডিপোজিট) এ্যাকাউন্ট-এর সুবিধা দেয়, এবং সাথে সাথে ওভারড্রাফট, স্থায়ী আমানত (ফিক্সড ডিপোজিট) এবং আবর্তক আমানত (রেকারিং ডিপোজিট)-এর সুবিধাও দেয়। বিসিরা এই এ্যাকাউন্ট থেকে টাকা পাঠানো ও এই এ্যাকাউন্টে টাকা জমা করার সুবিধাও দেয়। তাছাড়া রোজগার সৃষ্টি করতে পারে এমন কাজকর্মের জন্য তারা ঋণ দেয়- কিষান ক্রেডিট কার্ডের (কেসিসি) মাধ্যমে কৃষিকাজের জন্য এবং সাধারণ ক্রেডিট কার্ডের (জিসিসি) মাধ্যমে অ-কৃষিভিত্তিক কাজের জন্য।

ওভারড্রাফ্‌ট কী, এটি অন্যান্য ঋণ থেকে কীভাবে ভিন্ন ?

সেভিংস ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্টের মধ্যেই ছোট মাপের ওভারড্রাফটের ব্যবস্থা আছে যাতে আমাদের আকস্মিক নানা ধরনের প্রয়োজন মেটান যায়। ওভারড্রাফটের বেঁধে দেওয়া সীমার মধ্যে আমরা আলদাভাবে আর কোনও নথিপত্র জমা না করেই টাকা তুলতে পারি। এভাবেই, হঠাৎ দরকারের সময়ে টাকা পেতে এই ব্যবস্থা আমাদের সাহায্য করে। যেহেতু ওভারড্রফট এক ধরনের ঋণ তাই তার ওপর আমাদের সুদ দিতে হয়। অন্যান্য ঋণ, যেমন কেসিসি বা জিসিসি, যা থেকে নিয়মিত আয় হয় এমন কাজকর্মের জন্যই ব্যাঙ্ক দিয়ে থাকে।

❖❖❖

ঋণ গ্রহণ

আয় এবং ঋণের মধ্যে পার্থক্য কী ?

কোনও ধার বা ঋণ নিলে তা শোধ করতে হয়। এটিকে কখনও উপার্জিত অর্থ বা আয় হিসাবে ধরা উচিত নয়। যখন আমরা বেতন অথবা মজুরি ইত্যাদির দরুন টাকা উপার্জন করি সেটি হয় আমাদের আয়, অন্যদিকে ধার বা ঋণ আমাদের আয় নয়। বরং ঋণ পরিশোধের জন্য কিস্তি মেটানো আমাদের খরচ বা ব্যয় হিসেবে ধরা হয়।

আমরা কখন ঋণ গ্রহণ করি ?

আমরা তখনই গ্রহণ করি যখন আমাদের আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশি হয় অথবা কোনও আপৎকালীন পরিস্থিতি তৈরি হয়। আবার ব্যবসার কাজকর্মের জন্যও আমরা ঋণ গ্রহণ করি।

টাকা কম পড়লেই কি আমাদের ঋণগ্রহণ করা উচিত ?

বেহিসাবি/লোক দেখানো খরচের জন্য ধার করবেন না----যেমন, জাঁক জমকপূর্ণ উৎসব/বিবাহ, গয়না কেনা, বিলাসদ্রব্য কেনা, ইত্যাদি। যদি এইসব উপলক্ষে টাকা খরচ করতেই হয় তাহলে তার পরিমাণ নিজের আয় বা জমানো টাকার মধ্যেই রাখুন। ভোগব্যয়ের মাত্রা বর্তমান আয় ও সঞ্চয়ের মধ্যেই সীমিত রাখা উচিৎ। যদি এমন হয় যে পরিস্থিতি বাধ্য করছে ধার করে এইসব খরচ করতে তবে প্রথমেই হিসেব করুন চলতি আয় থেকে কত টাকা শোধ করার ক্ষমতা আপনার আছে। ভোগব্যয় কোনও আয় তৈরি করে না, তাহলে কীভাবে আমরা ঋণ শোধ করব ? অন্যদিকে আগের ঋণ শোধ করার জন্য আমরা বারবার বিভিন্ন জায়গা থেকে ঋণ নেব এবং ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ব।

নিজের ঋণ ঠিকঠাক সামলাতে শিখুন, অন্যথায় ঋণ আপনার ক্ষতি করবে।

কেন এ কথা বলা হয় যে ভবিষ্যৎ আয় সৃষ্টিকারী কাজকর্মের জন্যই কেবল মাত্র ঋণগ্রহণ করা উচিৎ?

ঋণগ্রহণ করার সময় এই কথা মাথায় রাখা দরকার যে সুদসহ তা পরিশোধ করতে হবে। অতএব ঋণগ্রহণ করার সময় আমাদের সবসময়ই নিজেদের ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা অনুমান করে নেওয়া উচিত। যখন আমরা ব্যবসার কাজকর্মের জন্য ঋণগ্রহণ করি সেই ঋণ আমাদের আয় বৃদ্ধি করে, সে ক্ষেত্রে আমরা সেই আয় থেকে ঋণ শোধ করতে পারি। ধরুন, উদাহরণস্বরূপ, আমরা যদি বীজ কেনার জন্য বছরে ১০% সুদে ১০০০ টাকার ঋণ নিই এবং সেই দিয়ে উৎপন্ন ফসল বিক্রি করে আমরা ৫,০০০ টাকা পাই, তাহলে আমরা ১০০০ টাকা + ১০০ টাকা সুদ হিসেবে মোট ১১০০ টাকা ব্যাঙ্ককে বছরের শেষে পরিশোধ করতে পারি এবং অতিরিক্ত আয় হিসেবে বেঁচে যায় ৩,৯০০ টাকা। আমাদের এমন কাজের জন্য ঋণ নেওয়া উচিত যা আমাদের প্রদেয় সুদের পরিমাণের বেশি উপার্জন তৈরি করে, না হলে আগের ঋণ মেটানোর জন্য আমাদের আবার ঋণ নিতে হবে।

এমন কাজকর্মের জন্য ঋণ নিন যা আপনার আয় বৃদ্ধি করে।

সাধ্য ও সীমার ভিতরই কেন ঋণ নেওয়া উচিত?

যে কোনও ঋণই আমরা গ্রহণ করি না কেন তা সুদসমেত শোধ করতে হবে। সুনিশ্চিত হোন যে সুদসমেত ঋণ মেটানোর পক্ষে আমাদের আয়ের পরিমাণ পর্যাপ্ত। এই বিষয়টি যাচাই করার সহজ উপায় হচ্ছে প্রতি মাসে একবার নিজের আয়, ব্যয় এবং সঞ্চয়ের পরিমাণ দেখে নেওয়া। প্রতিমাসে ঋণ পরিশোধের কিস্তির চেয়ে আমাদের সঞ্চয়ের পরিমাণ অধিক হওয়া উচিত।

❖❖❖

ব্যাঙ্ক থেকে ঋণগ্রহণ

গ্রামের মহাজনদের মত সহজ জায়গা থাকতে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেব কেন ?

অর্থসংস্থানের উৎস হিসেবে মহাজন তথা অন্যান্য অপ্রতিষ্ঠানিক উৎসের তুলনায় ব্যাঙ্ক অনেক বেশি শ্রেয়, যদিও সেখান থেকে ঋণ নিতে অনেক সময়ই অল্পবিস্তর বিলম্ব ঘটতে পারে। এটি একটি নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য এবং স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠান যারা সুবিধাজনক শর্তে টাকা ধার দেয়। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই ব্যাঙ্কগুলির ওপর তদারকি করে। সব থেকে বড় কথা হল যে ব্যাঙ্ক অন্যান্য অপ্রতিষ্ঠানিক উৎসগুলি, যেমন আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, মহাজন, ভিশি, মোড়ল ইত্যাদির থেকে কম হারে সুদ নেয়। এছাড়াও, ব্যাঙ্ক ঋণ বিলি করার আগে সমস্ত নথি তৈরি করে। কোন বিবাদের ক্ষেত্রে অভিযোগ নিরসন পদ্ধতির সহায়তা পাওয়া যায়।

ব্যাঙ্কগুলির কাজকর্ম স্বচ্ছ এবং তারা কম সুদ নেয়।

ব্যাঙ্কগুলির ক্ষেত্রে অভিযোগ নিরসন পদ্ধতি কী ?

ব্যাঙ্কগুলি নিয়ন্ত্রিত সংস্থা। প্রতিটি ব্যাঙ্কে একজন অভিযোগ নিরসন আধিকারিক আছেন, যাঁর সম্পর্কে বিশদ বিবরণ প্রতিটি ব্যাঙ্কের শাখায় বিজ্ঞাপিত করা হয় এবং তাদের ওয়েবসাইটেও এ সম্পর্কে বিবরণ পাওয়া যায়। কোন বিবাদ হলে, ব্যাঙ্কের অভিযোগ নিরসন আধিকারিকের কাছে আমরা অভিযোগ দায়ের করতে পারি। যদি তাদের বিবাদ নিষ্পত্তি আমাদের সন্তুষ্ট করতে না পারে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-এর ব্যাঙ্কিং লোকপালের (বিও) কাছে আমরা অভিযোগ দায়ের করতে পারি।

অ-প্রতিষ্ঠানিক উৎসগুলির ক্ষেত্রেও কি এই ধরনের অভিযোগ নিরসন পদ্ধতি আছে?

যেহেতু তাদের ওপর কোন নিয়ন্ত্রক সংস্থার নিয়ন্ত্রণ নেই, তাই অ-প্রতিষ্ঠানিক উৎসগুলির ক্ষেত্রে বিবাদ হলে কোন ধরনের অভিযোগ নিরসন পদ্ধতি পাওয়া যায় না। এই কারণেই অ-প্রতিষ্ঠানিক উৎসগুলির ক্ষেত্রে, তাদের শর্ত ও বিধি এবং লেনদেন সংক্রান্ত নথিপত্রের ব্যাপারে স্বচ্ছতার অভাব আছে।

মহাজনদের তুলনায় কখনও কখনও ব্যাঙ্কগুলি ঋণ দিতে একটু বেশি সময় নেয় কেন?

ব্যাঙ্কগুলি জনগণের থেকে আমানত সংগ্রহ করে এবং আমানতকারীদের এই টাকা, ঋণ হিসেবে দেয় তাদের, যাদের টাকার প্রয়োজন আছে। আমানতকারীদের টাকা রক্ষা করার জন্য ব্যাঙ্কগুলির কাছে এটাই প্রত্যাশিত যে তারা যেন সুনিশ্চিত করে যে ঋণগ্রহণকারীরা এই টাকার সদব্যবহার করছে। এই কারণে ব্যাঙ্কগুলি ঋণ দেওয়ার আগে ঋণের আবেদনগুলি খুঁটিয়ে যাচাই করে। এতে সময় একটু বেশি লাগতে পারে, কিন্তু ঋণগ্রহণকারীর লাভ এই যে, সে প্রতারিত হবে না, কেননা সমস্ত কিছুই নথিভুক্ত করা আছে। বাস্তবে এতে আমানতকারী এবং ঋণগ্রহণকারী উভয়েরই স্বার্থ সুরক্ষিত থাকে।

ব্যাঙ্কগুলি কী কী ধরণের ঋণ দিয়ে থাকে?

ব্যাঙ্কগুলি বিভিন্ন কারণে ঋণ দিয়ে থাকে যেমন বাসস্থান, শিক্ষা, কৃষি ও তৎসংলগ্ন কাজকর্ম ব্যবসা শুরু করা, ভোগ্যপণ্য কেনার ঋণ, ইত্যাদি। এভাবেই ব্যাঙ্ক সমস্ত ধরনের ঋণের চাহিদা মেটায়।

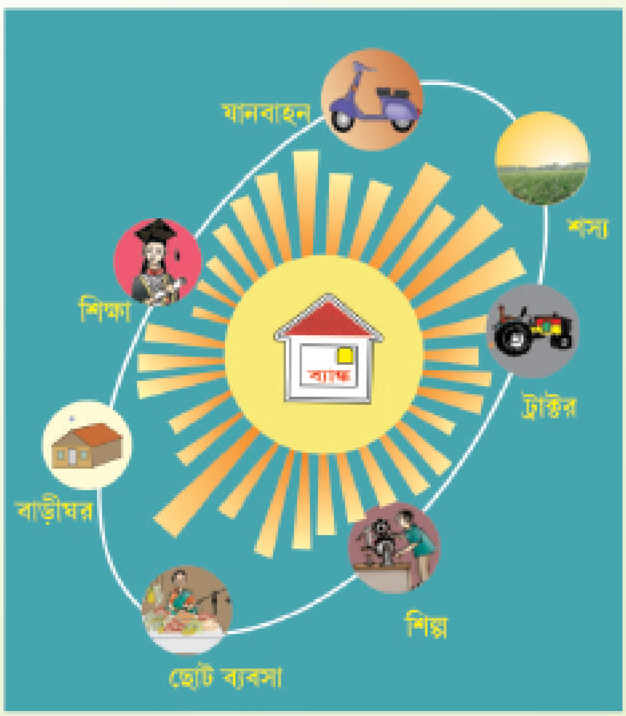

ব্যাঙ্ক আপনার সমস্ত ধরনের ঋণের চাহিদা মিটিয়ে থাকে।

ব্যাঙ্ক থেকে আমি কীভাবে ঋণ পেতে পারি ?

ব্যাঙ্কের কাছে ঋণের উদ্দেশ্য জানিয়ে আমাদের ঋণের জন্য আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। আবেদন পত্রে দেওয়া তথ্য ব্যাঙ্ক খুঁটিয়ে যাচাই করে দেখবে, আমাদের ঋণ শোধ করার ক্ষমতা আছে কী না এবং তারপরই ঋণ মঞ্জুর করবে। এই ঋণ ব্যাঙ্কের নির্দেশ মত সুদসহ কিস্তিতে আমাদের পরিশোধ করতে হবে।

ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেওয়ায় খরচ (চার্জ) কী ?

মূলতঃ ঋণ নেওয়া টাকার পরিমাণের ওপর যে সুদ ধার্য করা হয় তাকেই ঋণের খরচ (চার্জ) বলে। আমাদের ঋণের ওপর সুদের জন্য যে অর্থমূল্য (চার্জ) আমাদের দিতে হয় সেটি সঠিকভাবে আমাদের বোঝা দরকার। সাধারণতঃ, ব্যাঙ্কগুলি সুদ বিজ্ঞপিত করে থাকে বার্ষিক হারে, যথা, ১২% বার্ষিক সুদ মানে প্রতি মাসে ১% সুদ। ঋণের মূল্য নির্ধারণে সুদ কষার বিরাম বা অন্তর কী তা জানা গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য অ-প্রতিষ্ঠানিক সংস্থাগুলি গৃহীত ঋণের উপর ধার্য সত্যিকারের মূল্য (চার্জ) আমাদের জানায় না, কিন্তু ব্যাঙ্কগুলি সুদ এবং অন্যান্য চার্জ আমাদের জানিয়ে করে এবং সেগুলি সমস্ত গ্রাহক বা উদ্দেশ্য নির্বিশেষে সবার ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। ব্যাঙ্ক পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করে জানায় যে তারা কত মূল্য (চার্জ) নিয়ে থাকে এবং একই ধরনের গ্রাহকদের একই উদ্দেশ্যে সমভাবে তারা তা নিয়ে থাকে যা অন্য সংস্থাগুলি করে না।

আমাদের কি ঋণের জন্য কোন গ্যারান্টি দিতে হয় ?

সেটা নির্ভর করে কী ধরনের এবং কী উদ্দেশ্যে আমরা ঋণ গ্রহণ করছি তার ওপর। সাধারনত, ছোটখাট ঋণের জন্য কোন গ্যারান্টি লাগে না। কিন্তু বড়মাপের ঋণের জন্য আমাদের কিছু গ্যারান্টি দিতে হয়। কী ধরনের ঋণ আমরা নিচ্ছি তার ওপর নির্ভর করে সেটি হতে পারে, - ব্যাঙ্কঋণ নিয়ে যে সম্পদ আমরা তৈরি করছি সেটাই অথবা অন্য কোন কিছু, যেমন, জমি, বাড়ি ইত্যাদি যা অতিরিক্ত জামিন হিসেবে গণ্য হবে।

আমাদের কেন ঋণ পরিশোধ করতে হবে ?

ব্যাঙ্ক ঋণদানের জন্য আমানতকারীদের টাকা ব্যবহার করে। যদি আমরা টাকা শোধ না করি তবে ব্যাঙ্কের আর্থিক অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়বে। ফলে আমানতকারীদের টাকা সময় মত ফেরত দেওয়ার ক্ষমতা কমে যাবে। যদি ব্যাঙ্কের সমস্ত ঋণগ্রহীতারা এমন করে, তবে আমাদের বা আমাদের আত্মীয়স্বজনদের জমা করা টাকা ব্যাঙ্ক থেকে ফেরত পাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়বে। তাছাড়া, ব্যাঙ্কের টাকা আমাদের শোধ করা উচিত, যাতে তারা আরেকজনকে টাকা ঋণ বা ধার হিসাবে দিতে পারে। তাছাড়া, আমরা টাকা পরিশোধ করলে তবেই তো ভবিষ্যতে ব্যাঙ্ক আবার আমাদের টাকা ধার দেবে।

কী হবে যদি আমরা ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ বা ধার শোধ না করি ?

যদি আমরা ঋণ পরিশোধ না করি, ব্যাঙ্কের অধিকার থাকবে ঋণের জন্য গ্যারান্টি হিসেবে দেওয়া জামিন বাজেয়াপ্ত করার এবং প্রয়োজনে তারা সুদসহ ঋণের টাকা আমাদের থেকে আদায় করার জন্য আইনি প্রক্রিয়াও শুরু করতে পারে।

❖❖❖

নোট্‌স

নোট্স

নোট্স

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

দায় অস্বীকার

আর্থিক শিক্ষা সংক্রান্ত ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রচেষ্টা হল জনসাধারণকে সাধারণ তথ্য এবং নির্দেশ দেওয়া। ব্যাঙ্কিং সম্পর্কিত যে ধ্যানধারণা এখানে বর্ণিত হয়েছে তা সাধারণ মানুষকে সহজে বোঝানোর উদ্দেশ্যে, তা আদৌ আইনগত অথবা প্রায়োগিক ব্যাখ্যা দেয় না। এখানে দেওয়া তথ্যগুলি ব্যবহার করার সময় ব্যবহারকারী নিজের বিচার বিবেচনা প্রয়োগ করবেন। এই প্রকাশনায় সমস্ত রকমের প্রয়াস করা হয়েছে যাতে কোন ত্রুটি না থাকে বা কোন কিছু বাদ না পড়ে। তা সত্ত্বেও যদি কোন ভুল-ত্রুটি বা গরমিল নজরে আসে তাহলে তা যেন পুস্তিকায় দেওয়া ঠিকানায় জানানো হয়, যাতে পরের সংস্করণে ত্রুটি সংশোধন করা যায়। এই কথা জানানো হচ্ছে যে এই বিবরণ ব্যবহার করে যদি কারও কোন ধরনের ক্ষতি বা লোকসান হয়, তার জন্য প্রকাশক দায়ী নন।

ব্যাঙ্কে আসুন খাতা খুলুন
দারিদ্র্যকে বিদায় বলুন

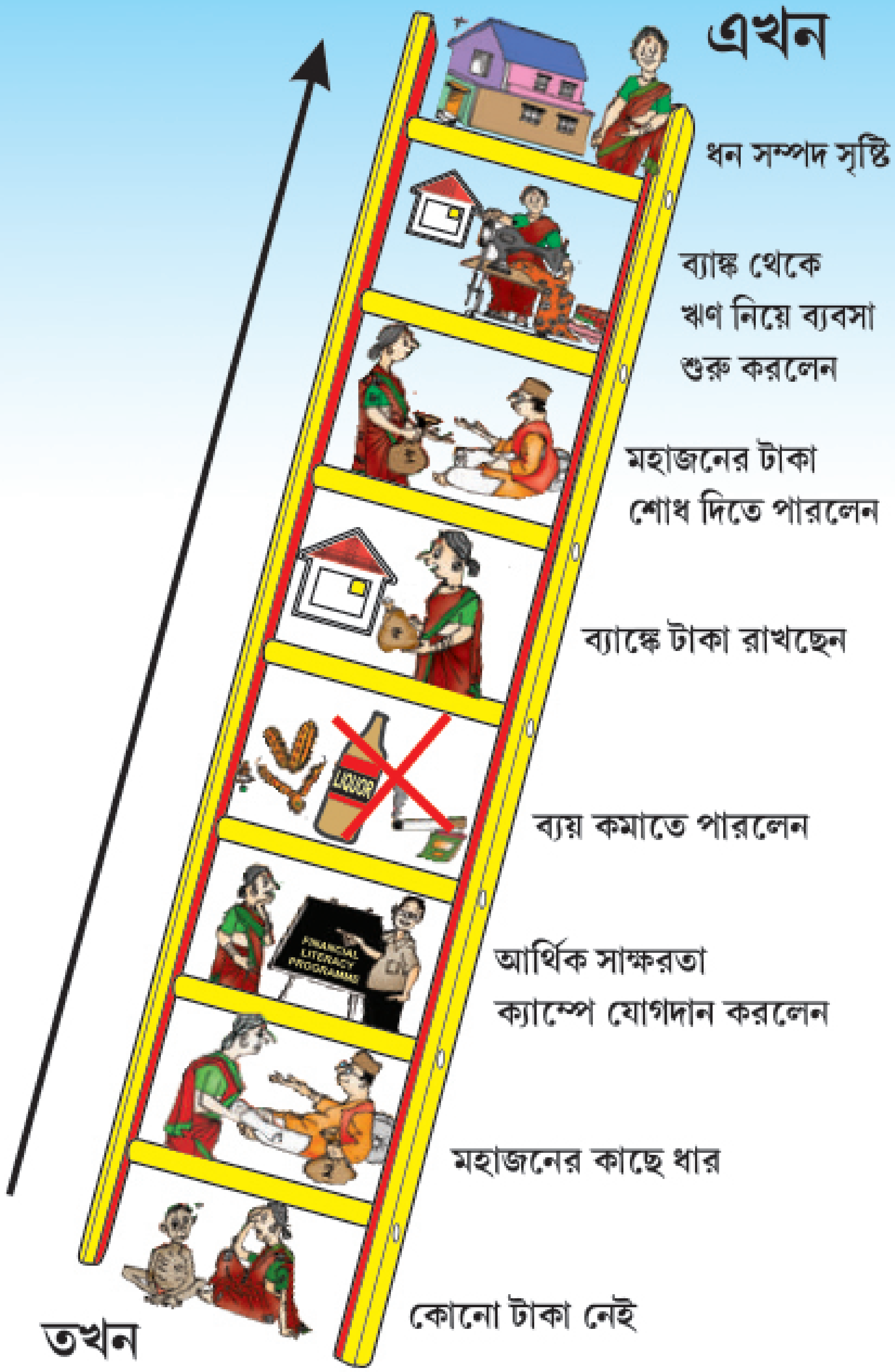

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

Designed & Printed at Onlooker Press : 22182939 / 22183544